13 JAN 20 3

সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...12... কলাম ...6...

রাজধানীর ৪টি প্রধান সরকারি কলেজ

পর্যাপ্ত শিক্ষক ও ক্লাসরুম নেই কোন রকমে চলে শিক্ষা কার্যক্রম

রাশেদ মেহেদী ॥ রাজধানীর প্রধান ৪টি সরকারি কলেজে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, ক্লাসরুম নেই, শিক্ষার্থীদের হল নেই, চরম অব্যবস্থার মধ্যে কোন রকমে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। এসব কলেজের নামের আগে ঐতিহ্যবাহী, প্রধান প্রভৃতি শব্দ যুক্ত থাকলেও কার্যত এসব কলেজে সার্বিকভাবে বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। সংশ্লিষ্ট কলেজ সূত্র এবং শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

রাজধানীর প্রধান কলেজ হিসেবে পরিচিত ঢাকা কলেজে বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা ১১ হাজার ৮শ' ৩৪ জন। ১৭টি বিষয়ে অনার্স কোর্সে ছাত্র সংখ্যা ৭ হাজার ২শ' জন। কলেজে মোট শিক্ষকের পদ মাত্র ১শ' ৬৬টি। এর মধ্যে ২৮টি পদ শূন্য রয়েছে। সরকারি বিধান অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগে ন্যূনতম ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও এ কলেজের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগ ছাড়া অন্য কোন বিভাগে ১২ জন শিক্ষক নেই; বরং সমাজ বিজ্ঞান, ইসলামী শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক সংখ্যা ২ জন করে, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন করে। শুধু শিক্ষক সঙ্কট নয়, এতবড় একটি কলেজে ক্লাসরুম মাত্র ৪৮টি, তার মধ্যে ৩টি ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ৯টি গ্যালারি ব্যবহৃত হয় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য। ছাত্রদের জন্য মাত্র ৬টি আবাসিক হল আছে, যেখানে আসন সংখ্যা মাত্র ৫শ' ৯৯টি। ছাত্রদের পরিবহনের জন্য একটি মাত্র বাস রয়েছে। হলগুলোতে বর্তমান একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে ছাত্রদলের। নেই ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

নেই ঃ পর্যাপ্ত শিক্ষক

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মেধারভিত্তিতে হলে আসন বন্টনের কথা থাকলেও ছাত্রদলের নেতাদের পছন্দের ছাত্ররাই বর্তমানে হলে অবস্থানের সুযোগ পাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

দেশের ঐতিহ্যবাহী কলেজ হিসেবে পরিচিত জগন্নাথ কলেজের চিত্রও ভয়াবহ। এ কলেজে বর্তমানে দিবা ও নৈশ শাখা মিলিয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার। দিবা শাখায় শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৫ হাজার ৪শ'। দেশের অন্য কোন কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বিপুল শিক্ষার্থী নেই। অথচ এ কলেজে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যা খুবই নগণ্য। যেমন বাংলা বিভাগে দিবা শাখায় ৬শ' ৭০ জন শিক্ষার্থীর জন্য আছে মাত্র ১১ জন শিক্ষক। দর্শন বিভাগে ৬শ' ৯০ জন শিক্ষার্থীর জন্য আছে ৯ জন শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগে ২ হাজার ২শ' শিক্ষার্থীর জন্য আছে ২০ জন শিক্ষক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে ২ হাজার ৮শ' ছাত্রছাত্রীর জন্য আছে ২০ জন শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগে ১ হাজার ৬শ' ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য আছে ১৩ জন শিক্ষক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ১ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য আছে ৯ জন শিক্ষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে ২ হাজার ১শ' ৫৯ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য আছে ২১ জন শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগে ২ হাজার ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য আছে মাত্র ১৪ জন শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী এ কলেজে ক্লাস হয় খুবই অনিয়মিত। ক্লাস চলার সময়ে হট্টগোল চলে, ক্লাস তেমন কেউই বুঝতে পারে না। বিশাল সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীকে ১ জন শিক্ষকের পক্ষে ক্লাসে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হয় না। ছাত্রছাত্রীরা নির্ভর করে পরীক্ষার আগে পাওয়া নিশ্চিত সাজেশনের ওপর। শিক্ষকরা নিশ্চিত সাজেশন দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার চাপ কমিয়ে দেন। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের প্রায় সবাই প্রাইভেট টিউটরের ওপর নির্ভরশীল। এ কলেজে ক্লাসরুমও অপর্যাপ্ত। শুধু হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ ৫টি ক্লাসরুম আছে। অন্যান্য বিভাগে এ সংখ্যা ১ থেকে ৪-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ছাত্রদের পরিবহনের জন্য মাত্র ২টি মিনিবাস আছে। ১১টি আবাসিক হল থাকলেও দীর্ঘদিন যাবৎ এসব হলে শিক্ষার্থীরা থাকে না। এসব হলের প্রত্যেকটি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দখলে আছে। কলেজের একজন নবীন শিক্ষক জানান, বহুবার এ বিষয়টি নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে, সরকারে সঙ্গে দেন-দরবার হয়েছে; কিন্তু হলগুলো দখলমুক্ত হয়নি। এখন এসব হলের কথা সবাই ভুলে গেছে বললেই চলে। এতবড় একটি কলেজের লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা মাত্র ৩ হাজার। ছাত্রীদের জন্য টয়লেট মাত্র ২টি।

একই চিত্র রাজধানীর অন্যতম বৃহত্তম কলেজ সরকারি তিতুমীর কলেজে। অনার্স-মাস্টার্স মিলিয়ে এ কলেজে ১৪টি কোর্স চালু আছে। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। কোন বিভাগেই পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। যেমন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ৩শ' জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে আছে ৩ জন শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগে ৩শ' ৫০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে আছে ৪ জন শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগে ৩শ' ২৫ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে আছে ৩ জন শিক্ষক, গণিত বিভাগে ৭শ' শিক্ষার্থীর বিপরীতে আছে ৬ জন শিক্ষক। একই চিত্র অন্যান্য বিভাগগুলোতেও। ইংরেজি বিভাগে শিক্ষক সংখ্যা ৬ জন, ব্যবস্থাপনায় ৪ জন, বাংলায় ৭ জন, প্রাণি বিজ্ঞানে ৮ জন, রসায়ন ও হিসাব বিজ্ঞানে ৬ জন এবং দর্শনে ৪ জন। কলেজে ক্লাসরুম মাত্র ৩৫টি। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক দু'টি হল আছে। ছাত্র হলে আসন ১শ' ৮০টি এবং ছাত্রী হলে ৮৫টি। ছাত্রছাত্রীদের পরিবহনের জন্য আছে একটি মাত্র বাস। তবে বাসটিও চলে অনিয়মিত।

বৃহত্তম মহিলা কলেজ ইডেন কলেজের চিত্রও উপরের কলেজগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রম [illegible] কলেজে ২০টি বিষয়ে [illegible]

করেন। ছাত্রীরা জানায়, এ কলেজে ক্লাসরুম অপর্যাপ্ত নয়, তবে প্রায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে ক্লাস করতে হয়। এ কলেজে ছাত্রী হল আছে ৪টি, আসন সংখ্যা ১ হাজার ৩ শ' [illegible] ছাত্রী হলগুলোতে বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রী অবস্থান করছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া ২টি অনার্স হলের হলরুমে ৯০ জন করে ছাত্রী থাকে। প্রতিটি হলরুমে ছাত্রীদের জন্য মাত্র একটি করে টয়লেট আছে। কোন হলেই গেস্টরুম নেই। হলে ছাত্রীদের উঠতে হয় প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনের নেত্রীদের আশির্বাদ নিয়ে। বর্তমানে ছাত্রদলের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে প্রতিটি হলে।

এ কলেজগুলোর বেহাল অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, অলমোস্ট সরকারি কলেজগুলোর চিত্র একই রকম। অতীতেও এর চেয়ে ভাল ছিল না। আমাদের মতো গরিব দেশে সবকিছুর অভাব। এ অভাবের মধ্য দিয়েই আমাদের চলতে হচ্ছে। তবে সংশ্লিষ্ট সকলে-আন্তরিক হলে হয়ত পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের একজন পদস্থ ব্যক্তি বলেন, একটি সার্বিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে; কিন্তু এ পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নই হচ্ছে না কোন সরকারের আমলেই। এ ব্যাপারে একজন শিক্ষক নেতা বলেন, এ ৪টি কলেজেই বর্তমান সরকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের স্ত্রীরা কর্ণধার। এখন পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া উচিত।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ঢাকা কলেজে বিএনপি মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার স্ত্রী অধ্যাপিকা মরিয়ম অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ পাটমন্ত্রী হাফিজউদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রমের স্ত্রী দিলারা হাফিজ, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ স্বাস্থ্য সচিব ফজলুল রহমানের স্ত্রী আয়েশা শিরিন রহমান ও সরকারি তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ প্রভাবশালী বিএনপি নেতা কে. এম ওবায়দুর রহমানের স্ত্রী শাহেদা ওবায়েদ।

[illegible]